দৈনিক সংবাদ

74

তারিখ 10 JUN 1990
পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম ... ৭

অনিয়ম ঃ দুর্নীতি ঃ বিনামূল্যের বই টাকায় বিক্রি

প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থা ভেস্তে যেতে বসেছে

শিক্ষা ও শিক্ষাসামগ্রীর স্বল্পতাতো রয়েছেই এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নানা ধরনের অব্যবস্থা। এসকল নানাবিধ কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির ফলে শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত কিছুসংখ্যক সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে নানাভাবে।

সংবাদ প্রতিনিধির পাঠানো এ সংক্রান্ত খবরঃ

গোপালগঞ্জঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, ক্লাস রুম, চেয়ার-বেঞ্চ ও আসবাবপত্র, পাঠাগার ভবন এবং পুস্তকের অভাবে কোটালীপাড়া উপজেলার একমাত্র সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেখ লুৎফর রহমান সরকারী ডিগ্রী কলেজের প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

কলেজটিতে শিক্ষক সংকট প্রকট। কলেজের প্রতিটি বিভাগের জন্য তিনজন করে শিক্ষকের প্রয়োজন হলেও আছে মাত্র একজন করে। দীর্ঘদিন ধরে কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের কোন অধ্যাপক নেই। দু'টি ডেমনেস্ট্রেটরের পদ শূন্য রয়েছে। ফলে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষাসহ কলেজের সকল সাধারণ ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কলেজটিতে ক্লাসরুমের অভাব বিদ্যমান। প্রয়োজনীয় চেয়ার, বেঞ্চ ও আসবাবপত্র নেই। ক্লাসরুম, চেয়ার, বেঞ্চ ও আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে লেখাপড়ায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। শিক্ষা সুবিধা প্রদান বিভাগ থেকে ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৬ রুম বিশিষ্ট কলেজ ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে মাত্র ২টি রুম তৈরি করা হচ্ছে। ফলে ক্লাসরুমের সংকট থেকেই যাচ্ছে। কলেজে ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস থাকলেও ছাত্রীদের জন্য কোন ছাত্রীনিবাস নেই। ছাত্রী নিবাস না থাকায় ও ছাত্রাবাসে আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় দূর-দুরান্তের ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়াশুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। কলেজে প্রয়োজনীয় পায়খানা-প্রস্রাবখানা নেই। নেই খেলাধূলার সরঞ্জাম সুবিধাদি। কলেজটির পাঠাগারের জন্য কোন ভবন নেই। পাঠাগার ভবন ও পুস্তকের অভাবে গরীব ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে শিক্ষক সংকট ও ক্লাসরুম সমস্যা দূরীকরণ, পাঠাগার ভবন ও ছাত্রাবাস নির্মাণের দাবী জানানো সত্ত্বেও এসব ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

ঝড়ে বিধ্বস্ত বিদ্যালয় ভবনটি পুনঃনির্মাণ বা মেরামত না করার কারণে কোটালীপাড়া উপজেলার পোলসাইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীর পড়ালেখা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। গত মার্চ মাসে এক কালবৈশাখী ঝড়ে বিদ্যালয় ভবনটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে এটি পুনঃনির্মাণ কিংবা মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের খোলা আকাশের নীচে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে ও তাদের পড়াশুনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইতিপূর্বে বিদ্যালয় ভবনটি পুনঃনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবী জানিয়ে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে শিক্ষা সুবিধা প্রদান বিভাগ ও শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের নিকট আবেদন জানানো সত্ত্বেও অদ্যাবধি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অর্থ বরাদ্দ কিংবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বোরহান উদ্দিন উপজেলার পক্ষিয়া ইউনিয়নের বাটামারাবোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাল। স্কুল ভবনের ছাদ খসে পড়েছে প্রায় পুরোটি। ছাদের বেশ কয়েকটি ভিমের অর্ধেকটাই খসে গেছে। প্লাস্টার খসে এ পর্যন্ত আহত হয়েছে অনেক ছাত্র-ছাত্রী। — সংবাদ

দীর্ঘ দু'বছর ধরে এস, এম মডেল সরকারী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক না থাকায় স্কুলটিতে অভ্যন্তরীণ ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হচ্ছে। ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদটি খালি হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি ঐ পদটি পূরণ করা হয়নি। স্কুলের একজন সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও তার ব্যর্থতা, অযোগ্যতা ও অসহযোগিতার কারণে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক জটিলতা ও শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ পাচ্ছে না। প্রধান শিক্ষকের পদটি পূরণের জন্য বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহল থেকে দাবী জানানো সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক একটি সাম্প্রদায়িক দলের (জামায়াতে ইসলাম) সমর্থক হওয়ায় এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে সরলপ্রাণ শিক্ষার্থীদের ঐ রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করায় সুষ্ঠু শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহল থেকে ব্যাপক আশংকা প্রকাশ করা হচ্ছে।

বরিশালঃ বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বি,এম স্কুলের বিরুদ্ধে বিদ্যালয় তহবিলের সাড়ে বাইশ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি বি,এম স্কুল অর্থ উপ-পরিষদের সভায় হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় তহবিল থেকে সাড়ে বাইশ হাজার টাকা নিয়ে গেছেন। অথচ এর কোন অনুমোদন নেই। এছাড়া গত ১৬ই জানুয়ারীর পর বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব ক্যাশ বইতে লেখা নেই।

সহকারী জজ উপজেলায় শিক্ষক নিয়োগের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। মামলাটি এখনও নিষ্পত্তি না হওয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ রয়েছে।

গত ২৬-৪-৯০ তারিখে দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের তালিকা অনুযায়ী এক মাসের মধ্যে নিয়োগের আদেশ থাকলেও এখানে নিষেধাজ্ঞার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, এখানে ১২জন মহিলা এবং ৭জন পুরুষসহ মোট ১৯জন পরীক্ষার্থী লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েছেন। ফল প্রকাশের একমাসের মধ্যে তাদের মেধানুযায়ী নিয়োগের জন্যে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও উল্লেখিত কারণে তাদের নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এদের নিয়োগের ব্যাপারে কি হবে এখন প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

চুয়াডাঙ্গাঃ জেলায় বর্তমানে ৩শ' ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ২শ' ৫৭টি সরকারী, ৪৪টি সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং ৫টি স্বীকৃতিবিহীন। শুধুমাত্র জেলা ও উপজেলা সদরের দু'একটি বিদ্যালয় ছাড়া প্রায় সকল বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। অধিকাংশ ভবন ভাঙ্গা। মাটির দেয়াল ও টিনের চালা দেয়া বিদ্যালয়ও রয়েছে বেশ কয়েকটি। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ফলে গাছতলায় বসেও ক্লাস করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। খড়ের চাল দিয়ে তৈরী বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো প্রায় প্রতি বছর ঝড়ে পড়ে যায়। আবার যে সমস্ত বিদ্যালয় বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাও সংস্কার করা হয়নি। এমন অনেক পাকা বিদ্যালয় আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত সংস্কার করা হয়নি।

অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, আলমারি ও ব্লাকবোর্ড নেই। সেখানে শিক্ষকদের দাঁড়িয়ে এবং ছাত্রছাত্রীদের মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগার আবশ্যক হলেও শতকরা ৯৫ ভাগ বিদ্যালয়ে কোন পাঠাগার নেই। জেলা ও উপজেলা সদরের দু'একটি বিদ্যালয়ে পাঠাগার থাকলেও বইয়ের অভাবে তা পাঠাগারের অস্তিত্ব হারিয়েছে। ফলে, শিক্ষকসহ ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।